

নির্ঘাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ৫০ নং আইন)

নির্ঘাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অমর্যাদাকর আচরণ অথবা শাস্তির বিরুদ্ধে
জাতিসংঘ সনদের কার্যকারিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে নির্ঘাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর
ব্যবহার অথবা দণ্ডবিরোধী একটি সনদ স্বাক্ষরিত হইয়াছে; এবং

যেহেতু ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর স্বাক্ষরিত দলিলের মাধ্যমে উক্ত সনদে বাংলাদেশও অংশীদার
হইয়াছে; এবং

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ নির্ঘাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক,
লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও দণ্ড মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছে; এবং

যেহেতু জাতিসংঘ সনদের ২(১) ও ৪ অনুচ্ছেদ নির্ঘাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও
দণ্ড অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়নের দাবি করে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশে উপরিউক্ত সনদে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহের কার্যকারিতা প্রদানে আইনী বিধান
প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

সংক্ষিপ্ত

শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন নির্ঘাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ নামে
অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) 'অভিযোগকারী' অর্থ এই আইনের অধীনে কোন অভিযোগ উত্থাপনকারী
কোন ব্যক্তি।

(২) 'সনদ' অর্থ ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে স্বাক্ষরিত নির্ঘাতন এবং
অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার অথবা দণ্ডবিরোধী সনদ।

(৩) 'সরকারি কর্মকর্তা' অর্থ প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

(৪) 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা' অর্থ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার
গার্ড বাংলাদেশ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ

নির্ঘাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ১৯৮৮
শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনিসার ভিডিপি ও কোস্টগার্ডসহ দেশে আইন প্রয়োগ ও
বলবৎকারী সরকারি কোন সংস্থা।

(৫) 'সশস্ত্র বাহিনী' অর্থ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী অথবা অপর কোনো রাষ্ট্রীয়
ইউনিট যাহা বাংলাদেশ প্রতিরক্ষার জন্য গঠিত।

(৬) 'নির্ঘাতন' অর্থ কষ্ট হয় এমন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্ঘাতন;
এতদ্ব্যতীত—

(ক) কোনো ব্যক্তি বা অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য অথবা স্বীকারোক্তি
আদায়ে;

(খ) সন্দেহভাজন অথবা অপরাধী কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানে;

(গ) কোনো ব্যক্তি অথবা তাহার মাধ্যমে অপর কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি দেখানো;

(ঘ) বৈষম্যের ভিত্তিতে কারো প্ররোচনা বা উস্কানি, কারো সম্মতিক্রমে অথবা নিজ
ক্ষমতাবলে কোনো সরকারি কর্মকর্তা অথবা সরকারি ক্ষমতাবলে—

এইরূপ কর্মসাধনও নির্ঘাতন হিসাবে গণ্য হইবে।

(৭) 'হেফাজতে মৃত্যু' অর্থ সরকারি কোনো কর্মকর্তার হেফাজতে কোনো ব্যক্তির
মৃত্যু; ইহাছাড়াও হেফাজতে মৃত্যু বলিতে অবৈধ আটকাদেশ, আইন প্রয়োগকারী
সংস্থা কর্তৃক গ্রেপ্তারকালে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকেও নির্দেশ করিবে; কোনো
মামলায় সাক্ষী হউক বা না হউক জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত্যুও হেফাজতে মৃত্যুর
অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৮) 'ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি' অর্থ ঐ ব্যক্তি যাহাকে এই আইনের অধীনে
তাহার উপর অথবা তাহার সংশ্লিষ্ট বা উদ্ভিন্ন এমন কারো উপর নির্ঘাতন করা
হইয়াছে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই
আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

আদালতে অপরাধের অভিযোগ

৪। (১) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (Code of Criminal Procedure 1898, Act V
of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তাহা সত্ত্বেও এই আইনের এখতিয়ারাধীন
কোন আদালতের সামনে কোন ব্যক্তি যদি অভিযোগ করে যে, তাহাকে নির্ঘাতন
করা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত—

(ক) তাৎক্ষণিকভাবে ঐ ব্যক্তির বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা অবিলম্বে তাহার দেহ পরীক্ষার আদেশ
দিবেন;

(গ) অভিযোগকারী মহিলা হইলে রেজিস্টার্ড মহিলা চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) চিকিৎসক অভিযোগকারী ব্যক্তির দেহের জখম ও নির্যাতনের চিহ্ন এবং নির্যাতনের সম্ভাব্য সময় উল্লেখপূর্বক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহার একটি রিপোর্ট তৈরী করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক প্রস্তুতকৃত রিপোর্টের একটি কপি অভিযোগকারী অথবা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে এবং আদালতে পেশ করিবেন।

(৪) চিকিৎসক যদি এমন পরামর্শ দেন যে পরীক্ষাকৃত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রয়োজন তাহা হইলে আদালত ঐ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

আদালত কর্তৃক মামলা দায়েরের নির্দেশ দান

৫। (১) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) (ক) অনুযায়ী বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবার পর আদালত অনতিবিলম্বে বিবৃতির একটি কপি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের কাছে বা ক্ষেত্রমত, তদূর্ধ্ব কোন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করিবেন এবং একটি মামলা দায়েরের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) পুলিশ সুপার উক্ত আদেশ প্রাপ্তির পর পরই ঘটনা তদন্ত করিয়া চার্জ বা চার্জবিহীন রিপোর্ট পেশ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি মনে করেন যে পুলিশ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যদি আদালতে আবেদন করেন এবং আদালতে যদি তাহার আবেদনে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন যথার্থ সেক্ষেত্রে আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) রিপোর্ট দাখিলের সময় তদন্ত কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমত, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা ধারা ৪(১) এর অধীনে বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তিকে তারিখসহ রিপোর্ট দাখিল সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপরোল্লিখিত উপ-ধারা (৩) এর অধীনে নোটিশপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি নোটিশ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে নিজে ব্যক্তিগতভাবে অথবা আইনজীবী মারফত আদালতে আপত্তি জানাইতে পারিবে।

(৫) আদালত সংঘটিত অপরাধের সংগে জড়িত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন পদমর্যাদার কোন পুলিশ অফিসারকে মামলার তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

তৃতীয় পক্ষ দ্বারা অভিযোগ

৬। (১) কোনো ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তি নির্যাতন করিয়াছে বা করিতেছে এইরূপ কোন তথ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তি আদালতকে অবহিত করিলে আদালত ধারা ৫ মোতাবেক অভিযোগকারীর বিবৃতির ওপর নিজেস্ব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

(২) যদি অভিযোগকারীর বক্তব্যে আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করা প্রয়োজন তাহা হইলে আদালত উক্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

অভিযোগের অপরাধের ধরন

৭। (১) ধারা ৫ ও ৬ এ বর্ণিত প্রক্রিয়া ছাড়াও কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া সত্ত্বে তৃতীয় কোন ব্যক্তি দায়রা জজ আদালতে অথবা পুলিশ সুপারের নিচে নয় এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তার নিকট নির্যাতনের অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ সুপার অথবা তাহার চেয়ে উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কোনো অফিসার তাৎক্ষণিক একটি মামলা দায়ের ও অভিযোগকারীর বক্তব্য রেকর্ড করিবেন এবং মামলার নম্বরসহ এই অভিযোগের ব্যাপারে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে উহা অভিযোগকারীকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপরে বর্ণিত উপ-ধারা (২) মোতাবেক অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকারী পুলিশ সুপার অথবা তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অভিযোগ দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দায়রা জজ আদালতে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন।

অপরাধের তদন্ত

৮। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের তদন্ত প্রথম অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) কোন যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হইয়া বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিবেন।

(৩) আদালত ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদের শুনানী গ্রহণ করিয়া ৩০ দিনের মধ্যে সময় বৃদ্ধির বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ

৯। এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure 1898 (Act V of 1898) এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।